দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22.DEC. 1998

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

শিক্ষক ও উপকরণের অভাব, অনিয়ম অব্যবস্থা

সিলেট অঞ্চলে ঝিমিয়ে পড়ছে স্যাটেলাইট শিক্ষা কার্যক্রম

সালাম মশরুর, *সিলেট অফিস*

বিভিন্ন সমস্যার কারণে সিলেট অঞ্চলে স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারীভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করা হয়। জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় কার্যক্রম সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে এই কর্মসূচী দারুণভাবে উৎসাহী করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই এগিয়ে আসে, কিন্তু নানান অব্যবস্থার কারণে স্যাটেলাইট শিক্ষা কার্যক্রম এখন ঝিমিয়ে পড়ছে।

গত দশকের শেষ দিকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করার পর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। এ পর্যায়ে সকল গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীবিশিষ্ট স্যাটেলাইট বিদ্যালয় চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২শ' বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিদ্যালয়গুলোতে এক শ' ভাগ মহিলা শিক্ষক ও ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষার্থী রয়েছে। সিলেটের ৩টি থানায় ১৯৯৩ সালে ও ৫টি থানায় ১৯৯৭ সালে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় চালু করা হয়। ৮টি থানায় ৮১টি স্কুলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪ হাজার ৩১। শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণসহ নানান সমস্যার কারণে স্যাটেলাইট বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে আর শিশুরাও তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রতিকূল অবস্থার কারণে যে সব শিশু শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের কথা বিবেচনা করেই সরকার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করে। গত ৮ বছরে এই প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো বিরাট সাফল্য অর্জন করে। এই কর্মসূচীর বিস্তারে আরও ৪ হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে সম্প্রসারিত এই কর্মসূচীর কাজ শুরু হয়। এ খাতে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ হচ্ছে ৩১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। দেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত অনগ্রসর এলাকা এবং বিদ্যালয়বিহীন অঞ্চলের শিক্ষাবঞ্চিত ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য যথাসময়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার এই প্রকল্প গ্রহণ করে। ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় চালু করা হলে অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চাপ কিছুটা কমবে ও ব্যাপকভাবে শিশুরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে এই লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী অনুযায়ী এ পর্যন্ত সারা দেশে ৩০৩টি থানায় ২ হাজার ৪শ' ৭১টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সিলেটের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত স্যাটেলাইট বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের অভাব থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষকদের মাসিক বেতন মাত্র ৫শ' টাকা, যা এ ক্ষেত্রে আরও বেশি করে নিরুৎসাহিত করছে। অনেক সময় এই সামান্য বেতনের টাকা অনিয়মিতভাবে প্রদানও সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।